সংবাদ

তারিখ . 25 .DEC . 2017.. ... ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম...১.. ......

বিদ্যালয়ে চলন্ত সিঁড়ি না চলন্ত দুর্নীতি!

মোহাম্মদ আবু নোমান

'এই চলন্ত সিঁড়ি দুই পয়সারও কাজে আসবে? কি লজ্জার খবর...'? আমি বললাম 'ভাই, লজ্জা-লজ্জা করেন! লজ্জা পান কেন? লজ্জা না পেলে হয় না...'? এই লেখককে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী এভাবেই কথাগুলো বলেন।

দেশে শিক্ষার মানের অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাবের সঙ্গে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকস্বল্পতা, যা কোনো নতুন খবর বা ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। এটাই হচ্ছে বিদ্যালয়গুলোর গড়পড়তা চিত্র। নতুন যে খবর তা হলো- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চলন্ত সিঁড়ি (এস্কেলেটর) বসানোর প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এ প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ১১৬ কোটি টাকার বিশাল ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৬৩টি বিদ্যালয়ে এই এস্কেলেটর স্থাপন করার প্রস্তাব দিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর। একনেকে প্রকল্পটি পাস হতেও দেরি হয়নি।

দফতরি আর ১ জন শিক্ষককে নিয়ে পুরো বিদ্যালয় সামাল দেয়া; বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে পলেস্তারা খসে পড়া; চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ যার বেশিরভাগই ভাঙা; সুরকি ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড; পর্যাপ্ত ডাস্টার, চক নেই; অসংখ্য বিদ্যালয় আছে যেখানে টিউবওয়েল নেই; বাথরুম নেই- আবার থাকলেও বদনা নেই। চর বা পার্বত্যাঞ্চলের অবস্থাতো আরো খারাপ। জরাজীর্ণ ঘরের সঙ্গে বেড়া ভাঙা থাকায় যেখানে শত শত স্কুল বর্ষাকালে গোয়ালঘরে রূপান্তরিত হয়, সেই আমরাই ১১১৬ কোটি টাকা খরচ করে চলন্ত সিঁড়ির কথা ভাবি! বলা হয়, গরিবের ঘোড়া রোগ।. আমাদের সংশ্লিষ্টদের অবস্থা হলো- লুঙ্গির সঙ্গে টাই পরে ভদ্রলোক সাজার চেষ্টা!

এবার দেখা যাক শিক্ষার মানের হাল- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মনিটরিং বিভাগের (এনএসএ) সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলায় শতকরা ৭১ ও গণিতে ৬৮ ভাগ শিশুই তার যেটুকু পারার কথা, তা পরে না। তাহলে ৭০ শতাংশ শিশু প্রায় কোন কিছু না শিখেই মাধ্যমিকে চলন্ত সিঁড়ি বানিয়ে দিলে কি আমাদের এসব শিক্ষার্থী বাংলা ও গণিতে যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে? না এসব ঢাকতে, দুনিয়াকে দেখাতে দেশে দৃষ্টিনন্দন চলন্ত উন্নয়নের সিঁড়ি দরকার? যদি তা না হয়, তাহলে এই ১১১৬ কোটি টাকা ব্যয়ের চলন্ত সিঁড়ি কি 'চলন্ত দুর্নীতি' বা হরিলুটের খোরাক হবে না?

শিক্ষকের ১০০ ভাগ বেতন বাড়ানোর সুফল হলো- শিক্ষকদের পড়ালেখা শেখানোর দায়িত্ব অভিভাবকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া; নোট, গাইড, ডাইরি, ড্রেস ও কোচিং ব্যবসা, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে পরীক্ষায় পাস করানোরও দায়িত্ব যখন শিক্ষকরা নিয়েছেন। যেখানে পড়াশোনাই চলে না, আবার পা চলার জন্য চলন্ত সিঁড়িও যদি না থাকে তাহলে রাষ্ট্রের টাকা লুটের চলন্ত প্রক্রিয়া কিভাবে সম্ভব! নতুন পে-স্কেলধারী আরামপ্রিয় শিক্ষকদের কষ্টের কথা চিন্তা করে কি চলন্ত সিঁড়ি বসানোর চিন্তা? নাকি প্রশ্নফাঁসে ভর্তি ও গজ, বেন্ডেজ, কাঁচি, রোগির পেটে রেখে সেলাই করা ডাক্তারের মতো মেধাবিহীন জাতি এই সিঁড়ি ধরে উপরে উঠবে! কেননা দেশকে এগিয়ে নিতে হলে কিছু একটা করার চিন্তাতো করতেই হবে!

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের বোঝা উচিত- ছাত্রছাত্রীদের সুন্দর, সুষ্ঠু, স্বাভাবিক, পরিবেশ দরকার, উচ্চাভিলাষী জীবন ব্যবস্থা নয়। মেধা অর্জন ও ধারণকে বাদ দিয়ে অলস, সৌখিন, আরাম, স্টাইলই এবং সুদর্শনা ভাব ধরে জাতির উন্নতি হবে না। কেননা যেভাবে ভর্তি ও চাকরিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে এভাবে চললে, ফল পেতে খুব বেশি দেরি করতে হবে না।

কদমতলী, ঢাকা।
abunoman1972@gmail.com